২০ এপ্রিল ২০১৫

অধিকার আয়োজিত মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের দুই দিনব্যাপী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ১৭ এবং ১৮ এপ্রিল ২০১৫ (শুক্রবার ও শনিবার) *অধিকার* আয়োজিত মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের দুই দিনব্যাপী সম্মেলন সাভারস্থ হোপ ফাউন্ডেশনে অনুষ্ঠিত হয়। *অধিকার* এর নির্বাহী কমিটির সদস্য নারী অধিকার আন্দোলনের নেত্রী ফরিদা আখতারের সভাপতিত্বে এবং সংগঠনের সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানের সঞ্চালনায় সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কবি ও রাজনৈতিক বিশেষক ফরহাদ মজহার, জৈষ্ঠ সাংবাদিক ও কলাম লেখক মাহফুজ উল্লাহ, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক এবং সুইজারল্যান্ড দূতাবাসের ডেপুটি হেড অফ মিশন ক্যারোলিন ট্রাউটইউলার। সুইজারল্যান্ড দূতাবাসের সহযোগিতায় *অধিকার* আয়োজিত এই সম্মেলনে দেশের ৩৪ জেলা থেকে ৫৬ জন তৃণমূল পর্যায়ের মানবাধিকার রক্ষাকর্মী, একজন ভিকটিম, ২ জন ভিকটিম পরিবারের সদস্য, ৭ জন সাংবাদিকসহ ৮৫ জন মানবাধিকার রক্ষাকর্মী অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও বাংলাদেশের বর্তমান ক্রান্তিকালে মানবাধিকার রক্ষাকর্মী হিসেবে অবদান রাখার জন্য এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ কমিশন এই সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন জানায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি প্রাঙ্গনে বাংলা নববর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে দুর্বৃত্তরা নারীদের লাঞ্ছিত ও পৈশাচিক আক্রমণ করার প্রতিবাদে দুর্বৃত্তদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবিতে সম্মেলনের উদ্বোধনী পর্বের শুরুতে মানবাধিকার রক্ষাকর্মীরা হোপ ফাউন্ডেশনের বাইরে মানববন্ধন ও একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবাদ সমাবেশ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পুলিশী নির্যাতনের শিকার রাজনৈতিক কর্মী জুনায়েদ হোসেন লিয়ন ও গুমের শিকার সাজেদুল ইসলাম সুমনের বড় বোন মারুফা ইসলাম বক্তব্য রাখেন।

সুইজারল্যান্ড দূতাবাসের ডেপুটি হেড অফ মিশন ক্যারোলিন ট্রাউটইউলার সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের কথা উল্লেখ করে তাঁর বক্তব্যে বলেন প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের দায়িত্ব মানবাধিকারের সুরক্ষা করা। মানবজাতি ইতিহাসের পথপরিক্রমায় যে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার অর্জন করেছে, তা সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বার্থেই রক্ষা করতে হবে। সুইজারল্যান্ড নাগরিক সমাজ ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোর সঙ্গে মানবাধিকার উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকারকে সুপারিশ করেন এবং সেই সঙ্গে আরো বলেন যে, মানবাধিকার রক্ষাকর্মীরা যেসব বিষয়ে কাজ করছে সেগুলো আরো তথ্যভিত্তিক হতে হবে। এই ক্ষেত্রে মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ফরহাদ মাজহার বলেন, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের মূলমন্ত্র ছিল সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু স্বাধানতার ৪৪ বছর পরও তা বাস্তবায়িত হয়নি। অধিকার-ই বাংলাদেশের একমাত্র মানবাধিকার সংগঠন, যারা এই নিয়ে কাজ করছে। *অধিকার* তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বাংলাদেশে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সোচ্চার ভূমিকা রাখার পাশাপাশি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন, গুম এবং সীমান্তে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান ও তথ্য সংরক্ষণ করে আসছে। এ ব্যাপারে গণসচেতনতা ও জনমত গড়ে তুলবার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রচারণা চালাচ্ছে। তিনি বলেন, "আমরা এমন একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করতে চাই যেখানে সমস্ত মানুষের সকল অধিকার নিশ্চিত করা হবে, সুরক্ষা করা হবে"।

মাহফুজ উল্লাহ তাঁর বক্তব্যে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের সময় নারীদের শ্লীলতাহানির যে ঘটনা ঘটলো, এখনও পর্যন্ত দৃশ্যতভাবে কাউকে তার কার্যকরী প্রতিবাদ করতে দেখা যায়নি। '৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মা-বোনেরা যেভাবে নিপীড়িত-লাঞ্ছিত হয়েছিলেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার এতো বছর পরও একই ধরনের ঘটনা ঘটছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রক্টর ও অধ্যাপকরা এই ঘটনাগুলোর সাফাই গাইছেন। তিনি আরো বলেন, পেট্রোল বোমা নিক্ষেপের শিকার এবং বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার পরিবারের সদস্যদের কান্না এক; সবার চোখের জলই নোনা। এই দুটিকে আলাদাভাবে দেখার কোন সুযোগ নেই। একটি হচ্ছে রাজনৈতিক সন্ত্রাস, অপরটি রাষ্ট্রিয় সন্ত্রাস। রাষ্ট্র যখন লুটেরা, দুর্বৃত্ত ও পুলিশী রাষ্ট্রে পরিণত হয়, তখন নাগরিকরা তাঁদের অধিকার হারায়। মানবাধিকার সংরক্ষণ করা ছাড়া কোন দেশ উঠে দাঁড়াতে পারে না।

সাইফুল হক বলেন, রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব হচ্ছে নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। যাঁরা সংবিধান ছুঁয়ে শপথ গ্রহণ করেন তাঁদেরও দায়িত্ব নাগরিকদের জানমাল রক্ষা করা, অথচ নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার

তাঁদের মাধ্যমে রক্ষা হচ্ছে না, অনেক ক্ষেত্রেই লঙ্ঘিত হচ্ছে। গত তিন মাসের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের দমন-নির্যাতন চলছে; শত শত মিথ্যা মামলা, গ্রেফতার বাণিজ্য এবং অজ্ঞাতনামা হিসেবে অনেককেই মামলায় অভিযুক্ত করা হচ্ছে। গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও আইনের শাসনের সঙ্গে এই ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোর কোনই মিল নেই। তিনি বলেন, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা তাঁদের পেশাগত দায়িত্বের বাইরে গিয়ে ভাড়াটিয়া বাহিনী হিসেবে কাজ করছেন, যা বিদ্যমান রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্যই এক গভীর উদ্বেগের বিষয়। ফ্যাসিবাদি কায়দায় রাষ্ট্র চলছে, কিন্তু তাই বলে তার জবাব প্রেট্রোল বোমা হতে পারে না। অন্যদিকে বিরোধী রাজনীতি করার জন্য প্রতিপক্ষকে গুম, নির্যাতন ও বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করা হচ্ছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সম্পূর্ণভাবে অকার্যকর হয়ে পড়েছে।

সম্মেলনের ১ম দিনের ১ম কার্য অধিবেশনে 'গণতন্ত্র, আইনের শাসন এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং এর বিকাশে মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের ভূমিকা' বিষয়ক অধিবেশনে ফরিদা আখতারের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন ফরহাদ মজহার, মাহফুজ উল্লাহ, সাইফুল হক ও আদিলুর রহমান খান। ২য় কার্য অধিবেশনে 'মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপন' বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন *অধিকার* এর পরিচালক এএসএম নাসির উদ্দিন এলান ও নিউ এজ'র যুগ্ম-বার্তা সম্পাদক শহীদুজ্জামান। এই অধিবেশনে সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করেন সাইফুল হক।

৩য় কার্য অধিবেশনে নির্যাতন, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও গুম বন্ধের জন্য মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের করণীয় শীর্ষক অধিবেশনে আদিলুর রহমান খানের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন এএসএম নাসির উদ্দিন এলান, *অধিকার* এর প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর সাজ্জাদ হোসেন, জেন্ডার বিষয়ক কনসালটেন্ট তাসকিন ফাহমিনা ও ডকুমেন্টেশন অফিসার সামিয়া ইসলাম। আলোচনা শেষে অংশগ্রহণকারীরা ৮টি গ্রুপে ভাগ হয়ে নির্যাতন, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও গুম বন্ধে মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের ভূমিকা ও করণীয় বিষয় নির্ধারণ করেন।

সম্মেলনের ২য় দিনের প্রথম অধিবেশনের বিষয়বস্তু ছিল মতপ্রকাশ, সভা-সমাবেশ ও সংগঠন করার স্বাধীনতা এবং মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের তা সমুন্নত রাখার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা। এই অধিবেশনে নিউ এজ এর যুগ্ম-বার্তা সম্পাদক শহীদুজ্জামানের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান ও পরিচালক এএসএম নাসির উদ্দিন এলান। আলোচনায় মতপ্রকাশ, সভা-সমাবেশ ও সংগঠন করার স্বাধীনতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সংবিধান, বিদ্যমান আইন এবং আন্তর্জাতিক সনদের বাস্তবায়ন এবং এই ব্যাপারে মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের ভ্যানগার্ড হিসেবে কাজ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করা হয়। আলোচকরা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩), বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ সহ বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইনের প্রয়োগ এবং মানবাধিকার রক্ষায় মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের বর্তমান প্রেক্ষাপটে ঝুঁকি ও বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোকপাত করেন।

আদিলুর রহমান খান বলেন, রাষ্ট্র জনগণের কল্যাণের জন্য এবং এর মালিকানা জনগণের। অথচ জনগণ স্বাধীনভাবে তাঁদের মতপ্রকাশ করতে পারছে না। ফেসবুক, টুইটারসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মত প্রকাশ করার কারণে ভিন্ন মতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলাসহ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে মামলা দেয়া হচ্ছে এবং বিভিন্নভাবে হয়রানি করা হচ্ছে।

এএসএম নাসির উদ্দিন এলান বলেন, বিভিন্ন জেলায় বিরোধীদলসহ ভিন্ন মতাবলম্বীদের সভা-সমাবেশ, মিছিল করতে বাধা দেয়া হচ্ছে। বিরোধীদলের সমাবেশ ও মিছিলে গুলি করা হচ্ছে। ৫২'র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত সমস্ত আন্দোলনে বাংলাদেশের জনগণ তাদের রক্ত দিয়েছে অধিকার আদায়ের জন্য। সুতরাং এই জাতিকে দমিয়ে রাখা যাবে না। স্বৈরাচারী লে. জে. এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময়ও সভা-সমাবেশ করতে প্রশাসনের কাছ থেকে কোন অনুমতি নিতে হতো না। অথচ এখন স্থানীয় প্রশাসন- ডিসি এসপিরা এসবের নিয়ন্ত্রক হয়ে গেছে।

আলোচনায় দেশের বিভিন্ন জেলার মানবাধিকার রক্ষাকর্মীরা তাঁদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরার পাশাপাশি মতপ্রকাশ, সভা-সমাবেশ ও সংগঠন করার স্বাধীনতাসহ মানবাধিকার নিশ্চিত করা এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁদের অঙ্গিকার পুর্নব্যক্ত করেন। অংশগ্রহণকারীরা বলেন, দেশ এখন অগণতান্ত্রিক কায়দায় পরিচালিত হচ্ছে। মানুষ এখন আর মুক্ত চিন্তা করতে পারছে না। অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে মানুষ সভা-সমাবেশ করার স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছে।

২য় অধিবেশনে জেন্ডার সমতা নিয়ে আলোচনা করা হয়। যেখানে মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের মধ্যে জেন্ডার সংবেদনশীল বিষয়ক ধারণা নিয়ে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ করার বিষয়ে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়। এএসএম নাসির উদ্দিন এলানের সঞ্চালনায় এই অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন তাসকিন ফাহমিনা। তাসকিন বলেন, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা বিভিন্নভাবে বৈষম্য ও সহিংসতার শিকার। সমাজে নারীদের অধস্তন অবস্থা, তাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা এবং শ্রেণীগত বৈষম্যপূর্ণ অবস্থানের অবসান ঘটাতে হবে। এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে এবং সেই ক্ষেত্রে মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। এই অধিবেশনে সামিয়া ইসলাম জেন্ডার সংবেদনশীলতা তৈরির লক্ষ্যে মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের দলবদ্ধ কর্মকাণ্ড পরিচালনা বিষয়ে সহায়তা করেন। আলোচনা শেষে অংশগ্রহণকারীরা তাঁদের মতামত তুলে ধরেন এবং গ্রুপ অনুশীলনের মাধ্যমে জেন্ডার বৈষম্য

নির্ণয় করে তা দূরীকরণে করণীয় নির্ধারণ করেন। এছাড়াও মানবাধিকার রক্ষকর্মীরা নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে ও লিঙ্গ সমতার বিষয়গুলো নিয়ে রোল-প্লে করে তা ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন।

সম্মেলনের ২য় দিনের ৩য় এবং সর্বশেষ অধিবেশনে মানবাধিকার রক্ষাকর্মীরা মানবাধিকার সংরক্ষণ এবং এর বিকাশে তাঁদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার পাশাপশি কীভাবে তাঁদের নিজ নিজ জেলায় মানবাধিকার রক্ষার জন্য কাজ করবেন সেই ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের কর্ম কৌশল ও কর্ম-পরিকল্পনা নির্ধারণ করেন।